ইউনিট ১০

মিশ্র সহানুমান (Mixed Syllogism)

ভূমিকা: যে সহানুমানের দুটি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় তাকে মিশ্র সহানুমান বলে। প্রকৃতপক্ষে মিশ্র সহানুমাণের বাক্য তিনটি একাধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট বাক্যের সংমিশ্রণ। বস্তুত সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- নিরপেক্ষ বাক্য, প্রাকল্পিক বাক্য ও বৈকল্পিক বাক্য। সুতরাং মিশ্র সহানুমানের বাক্য তিনটি উল্লিখিত তিন শ্রেণীর যুক্তিবাক্যের যে কোন দুটি অথবা যে কোন তিনটির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। অর্থাৎ মিশ্র সহানুমাণের দুটি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ এবং প্রাকল্পিক বাক্যের সমন্বয়ে, অথবা নিরপেক্ষ ও বৈকল্পিক বাক্যের সংমিশ্রণে কিংবা নিরপেক্ষ, প্রাকল্পিক ও বৈকল্পিক এই তিন শ্রেণীর বাক্যের সমন্বয়েও গঠিত হতে পারে।

পাঠ ১

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Hypothetical Categorical Syllogism)

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি -

- প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রকারভেদ করতে পারবেন।

১০.১.১ প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা (Definition of Hypothetical Categorical Syllogism):

যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি প্রাকল্পিক এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তটি নিরপেক্ষ বাক্য হয়, তাকে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। উদাহরণ স্বরূপ:

যদি সে হয় সৎ তবে সে হয় বিশ্বস্ত। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্য)
সে হয় সৎ। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয়বাক্য)
∴ সে হয় বিশ্বস্ত। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত)

১০.১.২ প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Rules of Hypothetical Categorical Syllogism) :

প্রাকল্পিক সহানুমানের বেলায় যে দু'ধরনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়, সেগুলো বস্তুত প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধতা নির্ণয়ের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে। এদেরকে প্রাকল্পিক সহানুমানের নিয়ম বলে গণ্য করা হয়। নিয়ম দুটি হলো:

ক) ১. পূর্বগর্কে স্বীকার করলে অনুগকে স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায় না।

২. অনুগকে অস্বীকার করলে পূর্বগকে অস্বীকার করা যায় কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ পূর্বগকে অস্বীকার করে অনুগকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম নিয়মের দৃষ্টান্ত:

যদি বৃষ্টি হয়, তা হলে মাটি ভিজে।
বৃষ্টি হয়েছে।
∴ মাটি ভিজেছে।

উল্লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগ হলো 'বৃষ্টি হওয়া' আর অনুগ হলো 'মাটি ভেজা'। সে অনুসারে উল্লিখিত যুক্তির ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে অনুগকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রথম নিয়ম অনুসারে যুক্তিটা বৈধ।

নিরপেক্ষ সহানুমানের দ্বিতীয় নিয়মের দৃষ্টান্ত

যদি বন্যা হয়, তাহলে ফসল নষ্ট হয়।
ফসল নষ্ট হয়নি।
∴ বন্যা হয়নি।

উল্লিখিত যুক্তির প্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগ হলো 'বন্যা হওয়া' আর অনুগ হলো 'ফসল নষ্ট হওয়া'। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে পূর্বগকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত যুক্তি বৈধ।

১০.১.৩ প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রকারভেদ (Kinds of Hypothetical Categorical Syllogism) :

প্রকৃতপক্ষে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম দুটি অনুসারে প্রাকল্পিক সহানুমানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক. গঠনমূলক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান এবং
খ. ধ্বংসমূলক ধ্বংসাত্মক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান।

গ.গঠনমূলক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান: (Constructive Hypothetical Categorical Syllogism): গঠনমূলক যে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানে আশ্রয়বাক্যের পূর্বগঠনকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে স্বীকার করে অনুগটাকে সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয় তাকে গঠনমূলক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে।

দৃষ্টান্ত:

১. যদি ক হয় খ তা' হলে
গ হয় ঘ।
ক হয় খ।
∴ গ হয় ঘ।

১. যদি বৃষ্টি হয়, তা' হলে আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।
বৃষ্টি হয়।
∴ আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।

২. যদি ক হয় খ তা'হলে
গ নয় ঘ।
ক হয় খ।
∴ গ নয় ঘ।

২. যদি বৃষ্টি হয়, তা'হলে সে খেলবে না।
বৃষ্টি হয়।
∴ সে খেলবে না।

৩. যদি ক নয় খ তা'হলে
গ হয় ঘ।
ক নয় খ।
∴ গ নয় ঘ।

৩. যদি আলো না থাকে তা'হলে হয় অন্ধকার।
আলো নেই।
∴ অন্ধকার।

৪. যদি ক নয় খ তা'হলে
গ নয় ঘ।
ক নয় খ।
∴ গ নয় ঘ।

৪. যদি সে না পড়ে, তা'হলে সে পাশ করবে না
সে পড়ে না।
∴ সে পাশ করবে না।

খ. ধ্বংসাত্মক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Destructive Hypothetical Categorical Syllogism): যে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগটিকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অস্বীকার করে পুর্বগটাকে সিদ্ধান্তে অস্বীকার করা হয় তাকে ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংসমূলক প্রাকল্পিক সহানুমান বলে।

দৃষ্টান্ত :

১. যদি ক হয় খ তা'হলে
গ হয় ঘ।
∴ ক নয় খ।

১. যদি বৃষ্টি হয়, তা'হলে আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।
আকাশ নয় মেঘাচ্ছন্ন।
∴ বৃষ্টি হয় না।

২. যদি ক হয় খ তা'হলে
গ নয় ঘ।
∴ গ নয় ঘ।

২. যদি বৃষ্টি হয়, তা'হলে সে খেলবেনা।
সে খেলবে।
∴ বৃষ্টি হয় না।

৩. যদি ক নয় খ তা'হলে
গ হয় ঘ।
∴ ক হয় খ।

৩. যদি আলো না থাকে, তা'হলে অন্ধকার হয়।
অন্ধকার নেই।
∴ আলো আছে।

৪. যদি ক নয় খ তা'হলে
গ নয় ঘ
গ হয় ঘ
∴ ক হয় খ।

৪. যদি তুমি না পড়, তা'হলে তুমি পাস করবে না।
তুমি পাশ করবে।
∴ তুমি পড়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বগ ও অনুগকে স্বীকার করা মানে তারা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক হোক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তার গুণ পরিবর্তন না করে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পূর্বগ ও অনুগকে অস্বীকার করা মানে তার গুণ পরিবর্তন করা। অর্থাৎ অস্বীকৃতি ক্ষেত্রে পূর্বগ আ অনুগ ইতিবাচক হলে তাকে নেতিবাচক করতে হবে এবং নেতিবাচক হলে তাকে ইতিবাচক করতে হবে।

অনুপপত্তিঃ

প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে, অর্থাৎ অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগটা স্বীকার করা হলে, 'অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি' ঘটে।

দৃষ্টান্ত :

যদি ক হয় খ তা'হলে — যদি বৃষ্টি হয় তা'হলে আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।
গ হয় ঘ। — আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।
∴ ক হয় খ। — ∴ বৃষ্টি হয়েছে।

এই দৃষ্টান্তে প্রথম অনুগটা স্বীকার করে পরে পূর্বগটাকে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে প্রাকল্পিক সহানুমানের প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাই এতে 'অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি' ঘটেছে।

দ্বিতীয় নিয়মটা লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগটা অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগটা অস্বীকার করা হলে 'পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি'ঘটে। দৃষ্টান্তঃ

যদি ক নয় খ তা'হলে — যদি বৃষ্টি হয় তা'হলে আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন।
গ হয় ঘ। — বৃষ্টি হচ্ছে না।

ক নয় খ । ∴ আকাশ নয় মেঘাচ্ছন্ন।

∴ গ নয় ঘ।

এই দৃষ্টান্তে প্রথম পূর্বগটাকে অস্বীকার করে পরে অনুগটাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে প্রাকল্পিক সহানুমানের দ্বিতীয় নিয়মটা লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাই এতে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম দুটির তাৎপর্য:

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রথম নিয়ম অনুসারে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে অনুগকে স্বীকার করা যায়। এর কারণ হল, প্রাকল্পিক বাক্যের পূর্বগ ও অনুগের সম্পর্ক কারণ ও কার্যের সম্পর্কের অনুরূপ। কারণ ও কার্যের সম্পর্ক অনুসারে কারণ উপস্থিত থাকলে, কার্য উপস্থিত থাকবে। যেমন- 'বৃষ্টি হওয়া' ও 'মাটি ভেজা' যদি কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত হয়, তা হলে 'যদি বৃষ্টি হয়, তা হলে মাটি ভিজে'। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, 'মাটি ভেজা' থেকে 'বৃষ্টি হওয়া' প্রমাণ করা যায়। কেননা, বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও, ভিন্ন কোন প্রক্রিয়ায় মাটি ভিজতে পারে। এ কারণেই প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে পূর্বগকে স্বীকার করা হলে, অনুগ স্বীকৃতি মূলক অনুপপত্তি ঘটে।

অন্যদিকে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগকে অস্বীকার করা যায়। এর কারণ হল প্রাকল্পিক বাক্যের সম্পর্কের অনুরূপ। কারণ ও কার্যের সম্পর্ক অনুসারে কার্য অনুপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে যে, কারণ অবশ্যই অনুপস্থিত রয়েছে। যেমন: 'বণ্যা হওয়া' ও 'ফসল নষ্ট হওয়া' যদি কার্য কারণ সম্পর্কযুক্ত হয়, তা হলে ফসল নষ্ট না হলে বুঝতে হবে যে, অবশ্যই বন্যা হয়নি। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, বন্যা হয়নি বলে ফসল নষ্ট হবেনা। কেননা বন্যা না হওয়া সত্ত্বেও অন্যকোন বিকল্প প্রক্রিয়ায় ফসল নষ্ট হতে পারে। এ কারণেই প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হলে, পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটে।

সারসংক্ষেপ

যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটা প্রাকল্পিক এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তটা নিরপেক্ষ তাকে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান দুই প্রকার। যথা- গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক। প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়মগুলো লঙ্ঘন করলে অনুগস্বীকৃতিমূলক ও পূর্বগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. নিরপেক্ষ সহানুমান এক প্রকারের -

ক. মিশ্র সহানুমান খ. অমিশ্র সহানুমান গ. আরোহ অনুমান ঘ. কোনটি নয়

২. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানে সাধ্য আশ্রয়বাক্যটি-

ক. নিরপেক্ষ খ. প্রাকল্পিক গ. বৈকল্পিক ঘ. কোনটি নয়

৩. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান কয় প্রকার?

ক. পাঁচ খ. তিন গ. চার ঘ. দুই

পাঠ ২

বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা নিয়মাবলী এবং উদাহরণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের উদাহরণ দিতে পারবেন।

১০.২.১ বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা (Definition of Disjunctive-Categorical Syllogism):

মিশ্র সহানুমান হিসাবে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকরণ। যুক্তিবিদগণ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি বৈকল্পিক বাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই নিরপেক্ষ বাক্য হয়, তাকে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১. সে হয় সৎ না হয় বুদ্ধিমান।
সে নয় সৎ।
∴ সে হয় বুদ্ধিমান।

২. সে হয় সৎ না হয় অসৎ।
সে হয় সৎ।
∴ সে নয় অসৎ।

বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এর একটা বিকল্প মিথ্যা হলে অন্য বিকল্প সত্য হবে। তবে এক্ষেত্রে অন্তত: একটা বিকল্প সত্য হবে। সে অনুসারে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের একটা বিকল্প অস্বীকৃত হলে অন্য বিকল্প স্বীকৃত হবে।

১০.২.২ বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম (Rules of Disjunctive-Categorical Syllogism): বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রে যে দু ধরণের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলো বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সাহানুমানের বৈধতা নির্ণয়ের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে। এদেরকে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম বলে অভিহিত করা হয়। নিয়ম দুটি হলো:

ক. অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বৈকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্যের একটি বিকল্পকে অস্বীকার করলে সিদ্ধান্তে অন্য বিকল্পটি স্বীকার করা যায়।

এ নিয়ম অনুসারে একটি বৈকল্পিক বাক্যে দুটি বিকল্প উপস্থিত থাকে বলে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বিকল্প দুটির একটিকে কিংবা অন্যটিকে অস্বীকার করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১. ক হয় খ না হয় গ।	১. সে হয় বুদ্ধিমান না হয় সৎ।
ক নয় খ।	সে নয় বুদ্ধিমান।
∴ ক হয় গ।	∴ সে হয় সৎ।
২. ক হয় খ না হয় গ।	২. সে হয় বুদ্ধিমান না হয় সৎ।
ক হয় খ।	সে নয় সৎ।

∴ ক নয় খ। ∴ সে হয় বুদ্ধিমান।

প্রখ্যাত যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল উল্লিখিত প্রথম নিয়মটি অনুমোদন করেন। তবে এই অনুমানের ক্ষেত্রে মিল মনে করেন যে, বৈকল্পিক বাক্যের বিকল্প দুটিকে তাৎপর্যের দিক থেকে অনিবার্যরূপে অবিচ্ছিন্ন হতে হবে; অর্থাৎ বিকল্প দুটি কিছুতেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

খ. যুক্তিবিদ ইউবারওয়েগ মিলের প্রথম নিয়মটিকে বিপরীতক্রমে সমর্থন করে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায় সহানুমানের দ্বিতীয় নিয়মটির সূত্রপাত ঘটান। তিনি বলেন, অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বৈকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্যের একটি বিকল্প স্বীকার করলে সিদ্ধান্ত অন্য বিকল্পটিকে অস্বীকার করা যায়। কাজেই অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বিকল্প দুটির একটিকে কিংবা অন্যটিকে স্বীকার করতে হয়। যেমন–

১. ক হয় খ না হয় গ।	১. সে হয় বুদ্ধিমান না হয় বোকা।
ক হয় খ।	সে হয় বুদ্ধিমান।
∴ ক নয় গ।	∴ সে নয় বোকা।
২. ক হয় খ না হয় গ।	২. সে হয় বুদ্ধিমান না হয় বোকা।
ক হয় খ।	সে হয় বোকা।
∴ ক নয় গ।	∴ সে নয় বুদ্ধিমান।

এখানে উল্লেখ্য যে, যুক্তিবিদ ইউবারওয়েগের উল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়মটি কার্যকর হতে হলে, বিকল্প দুটিকে তাৎপর্যের দিক থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হতে হবে। আমাদের জানতে হবে যে, একটা বৈকল্পিক বাক্যের বিকল্পদ্বয়ের অন্তত: একটাকে সত্য হতে হয়। তবে দুটিও সত্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বৈকল্পিক বাক্যের বিকল্পদ্বয়ের উভয় সত্য হতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে অবিরোধী বা অবিসংবাদী সম্পর্ক বলে। আর যেক্ষেত্রে বিকল্পদ্বয় উভয়ই সত্য হতে পারেনা, বরং একটা মিথ্যা হলে অন্য একটা সত্য হয়, সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে স্ববিরোধী বা বিসংবাদী সম্পর্ক বলে। স্ববিরোধী সম্পর্কযুক্ত বৈকল্পিক বাক্য সম্বলিত বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী নিয়ম প্রযোজ্য।

সারসংক্ষেপ

যে মিশ্র সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্য একটা বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য, অন্য আশ্রয়বাক্যে একটা নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তটাও একটা নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য তাকে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম অনুযায়ী অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বৈকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্যের একটা বিকল্প অস্বীকার করলে সিদ্ধান্তে অন্য বিকল্প স্বীকার করতে পারে। আবার অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বৈকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্যের একটা বিকল্প স্বীকার করলে অন্য বিকল্প অস্বীকার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের অপ্রধান আশ্রয়বাক্য-

ক. বৈকল্পিক খ. নিরপেক্ষ গ. বৈকল্পিক ঘ. জটিল

২. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান হল-

ক. মিশ্র সহানুমান খ. অমিশ্র খ. আরোহ ঘ. কোনটি নয়

৩. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধতা নির্ণয়ের নিয়ম কয়টি?

ক. তিন খ. চার গ. দুই ঘ. পাঁচ

পাঠ ৩

দ্বিকল্প সহানুমানের সংজ্ঞা, নিয়ম, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিকল্প সহানুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- দ্বিকল্প সহানুমানের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দ্বিকল্প সহানুমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হবেন।
- দ্বিকল্প সহানুমানের প্রকারভেদ করতে পারবেন।

১০.৩.১ দ্বিকল্প সহানুমানের সংজ্ঞা (Definition of Dilemma):

মিশ্র সহানুমানের তৃতীয় ও শেষ প্রকরণ হলো দ্বিকল্প সহানুমান। যুক্তিবিদগণ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যে মিশ্র সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি যৌগিক প্রাকল্পিক বাক্য, অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি বৈকল্পিক বাক্য এবং সিদ্ধান্তটি নিরপেক্ষ না হয়ে বৈকল্পিক বাক্য হয়, তাকেই দ্বিকল্প সহানুমান বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

যদি রহিম হয় সৎ তাহলে সে হয় সম্মানিত।
যদি রহিম হয় বিশ্বস্ত তবে সে হয় সম্মানিত। (যৌগিক প্রাকল্পিক বাক্য)
রহিম হয় সৎ না হয় বিশ্বস্ত। (বৈকল্পিক বাক্য)
∴ রহিম হয় সম্মানিত। (নিরপেক্ষ বাক্য)

১০.৩.২ দ্বিকল্প সহানুমানের নিয়মাবলী (Rules of Dilemma):

একটা দ্বিকল্পের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর মাঝে দুটি প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান সমন্বিতভাবে রয়েছে। এর নিজস্ব কোন নিয়ম না থাকায়, এক্ষেত্রে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়মের ভিত্তিতে এর দুটি নিয়ম উল্লেখ করা যায়। তা হলো:

ক. অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগদ্বয়কে স্বীকার করা যায়। তবে এর বিপরীতক্রমে বৈধ নয়।

খ. অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগদ্বয়কে অস্বীকার করা যায়। তবে এর বিপরীতক্রম বৈধ নয়।

১০.৩.৩ দ্বিকল্প সহানুমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Dilemma):

দ্বিকল্প ন্যায়ের উপরিউক্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. দ্বিকল্প সহানুমাণের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি সবসময় একটি যৌগিক বা দ্বৈত প্রাকল্পিক বাক্য হয়। অর্থাৎ প্রধান আশ্রয়বাক্যের মধ্যে দুটি প্রাকল্পিক বাক্য গ্রথিত থাকে।

২. দ্বিকল্প সহানুমাণের অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি হচ্ছে একটি বৈকল্পিক বাক্য। এই বৈকল্পিকবাক্যটিতে যৌগিক প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগগুলোকে স্বীকার করতে হয় অথবা অনুগগুলোকে অস্বীকার করতে হয়।

৩. দ্বিকল্প সহানুমাণের সিদ্ধান্তটি হয় নিরপেক্ষ না হয় বৈকল্পিক হয়ে থাকে। প্রধান আশ্রয়বাক্যের দুটি প্রাকল্পিক অঙ্গের একই পূর্বগ কিংবা একই অনুগ থাকলে দ্বিকল্প সহানুমানের সিদ্ধান্তটি পরস্পর ভিন্ন হলে সিদ্ধান্তটি বৈকল্পিক বাক্য হয়।

১০.৩.৪ দ্বিকল্প সহানুমানের শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্তের প্রকৃতি অনুসারে দ্বিকল্প সহানুমানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১. গঠনমূলক দ্বিকল্প সহানুমান ও

২. ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমান।

১. গঠনমূলক দ্বিকল্প সহানুমানঃ- যে দ্বিকল্প সহানুমান প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগ দুটোকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য স্বীকার করে তাকে গঠনমূলক দ্বিকল্প সহানুমান বলে।

২. ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমানঃ যে দ্বিকল্প সহানুমান অনুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগ দুটোকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য অস্বীকার করে তাকে ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমান বলে। সুতরাং একটা দ্বিকল্প সহানুমান গঠনমূলক না ধ্বংসাত্মক তা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। আবার গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক উভয় প্রকার দ্বিকল্প সহানুমান অনুমানই সরল বা জটিল হতে পারে।

ক. সরল দ্বিকল্প সহানুমানঃ যে দ্বিকল্প সহানুমান অনুমানের (গঠনমূলক হোক বা ধ্বংসাত্মক হোক) সিদ্ধান্তটা একটা নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য তাকে 'সরল দ্বিকল্প সহানুমান' বলে।

খ. জটিল দ্বিকল্প সহানুমানঃ যে দ্বিকল্প সহানুমানের (গঠনমূলক হোক বা ধ্বাংসাত্বক হোক) সিদ্ধান্তটা একটা বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য তাকে 'জটিল দ্বিকল্প সহানুমান' বলে।

সুতরাং একটা দ্বিকল্প সহানুমান সরল না জটিল তা সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ করলেই বুঝা যায়।

১. সরল গঠন মূলক (Simple Constructive Dilemma)

২. সরল ধ্বংসাত্মক (Simple Destructive Dilemma)

৩. জটিল গঠনমূলক (Complex Constructive Dilemma)

৪. জটিল ধ্বংসাত্মক (Complex Destructive Dilemma)

১০.৩.৫ সরল গঠনমূলক দ্বিকল্প সহানুমানঃ এই দ্বিকল্প সহানুমানে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগ দুটোকে স্বীকার করে এবং সিদ্ধান্তটা হয় নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য। দৃষ্টান্তঃ

যদি ক হয় খ তাহলে গ হয় ঘ।

ক হয় খ, না হয় চ হয় ছ।

∴ গ হয় ঘ ।

যদি পরীক্ষায় আমার সাফল্য অবধারিত হয়, তাহলে আমার বেশি পড়াশোনার দরকার নেই। এবং যদি পরীক্ষায় আমার ব্যর্থতা অবধারিত হয়, তাহলে আমার বেশি পড়াশোনার দরকার নেই। হয় পরীক্ষায় আমার সাফল্য না হয় ব্যর্থতা অবধারিত।

∴ আমার বেশি পড়াশোনার দরকার নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের দ্বিকল্প সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগুলো অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগগুলোকে স্বীকৃত হতে হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ হবে।

খ. সরল ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমানঃ এই দ্বিকল্প সহানুমান অপ্রধান আশ্রয় বাক্য প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগ দুটোকে অস্বীকার করে এবং সিদ্ধান্ত হয় নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য। যদি ক হয় খ তাহলে গ হয় ঘ এবং যদি গ নয় ঘ, অথবা চ নয় ছ।

∴ ক নয় খ।

যদি সে হয় সৎ তাহলে সে হয় সম্মানিত। এবং যদি সে হয় সৎ তাহলে সে হয় বিশ্বস্ত। সে নয় সম্মানিত অথবা সে নয় বিশ্বস্ত।

∴ সে হয় সৎ।

আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই শ্রেণীর দ্বিকল্প সহানুমানে (অর্থাৎ সরল ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমানে) প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগগুলোকে অভিন্ন হতে হবে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগগুলোকে অস্বীকৃত হতে হবে। কাজেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ হবে।

জটিল গঠনমূলক দ্বিকল্প সহানুমান ঃ এই দ্বিকল্প সহানুমানে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগ দুটোকে স্বীকার করে এবং সিদ্ধান্ত হয় বৈকল্পিক।

যদি ক হয় খ তা'হলে গ হয় ঘ; এবং যদি চ হয় ছ তাহলে জ হয় ঝ।

ক হয় খ অথবা চ হয় ছ।

∴ গ হয় ঘ অথবা জ হয় ঝ।

যদি আপনি ন্যায় বিচার করেন তাহলে মানুষের ঘৃণার পাত্র হবেন। এবং যদি আপনি ন্যায় বিচার না করেন তা'হলে আল্লাহর ঘৃণার পাত্র হবেন। আপনি ন্যায় বিচার করেন,অথবা আপনি ন্যায় বিচার করেন না। ∴ আপনি মানুষের ঘৃণার পাত্র হবেন, অথবা আল্লাহর ঘৃণার পাত্র হবেন।

আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই শ্রেণীর দ্বিকল্প সহানুমানে প্রধান আশ্রয় আশ্রয়বাক্যের পূর্বগগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। অনুগগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগগুলো স্বীকৃত হবে এবং সিদ্ধান্তটা হবে বৈকল্পিক।

জটিল ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প সহানুমান ঃ এই দ্বিকল্প সহানুমানে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগ দুটোকে অস্বীকার করে এবং সিদ্ধান্তটা হয় বৈকল্পিক।

যদি ক হয় খ তাহলে গ হয় ঘ।

চ হয় ছ তা' হলে জ হয় ঝ।

গ নয় ঘ, অথবা জ নয় ঝ।

∴ ক নয় খ, অথবা চ নয় ছ।

যদি সে হয় বুদ্ধিমান তা'হলে সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারবে। এবং যদি সে হয় সৎ তাহলে সে তা স্বীকার করবে। সে নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারবে না অথবা সে তা স্বীকার করবেনা।

∴ সে নয় বুদ্ধিমান অথবা সে নয় সৎ।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই শ্রেণীর দ্বিকল্প সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যের পূর্বগগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনুগগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগগুলো অস্বীকৃত হয় এবং সিদ্ধান্তটা হয় বৈকল্পিক।

দ্বিকল্প অনুমানের যথার্থতা:

দ্বিকল্প সহানুমানকে যথার্থ হতে হলে শুধু যুক্তিপদ্ধতির নিয়ম অনুসরণ করে আশ্রয়বাক্য দুটি থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করলেই চলে না। সেই সঙ্গে আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতাও যাচাই

করতে হয়। কাজেই দ্বিকল্প সহানুমানকে আকারগত সত্য ও বস্তুগত সত্যের অধিকারী হতে হয়। নিচে এ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিকল্প সহানুমানকে বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

দ্বিকল্প সহানুমানের আকারগত বা রূপগত যথার্থতা: একটি দ্বিকল্প সহানুমানে দুটি প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান নিহিত থাকে। কাজেই দ্বিকল্পে নিহিত প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের দুটি যথার্থ নিয়মানুসারী হলেই শুধু দ্বিকল্প সহানুমানটি রূপগতভাবে সত্য হবে। সুতরাং প্রথমে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান দুটিকে পৃথক করে নিয়ে দেখতে হবে যে, এদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম দুটি মানা হয়েছে কিনা। যথা-

১. পূর্বগ স্বীকৃত হলে অনুগ স্বীকৃত হবে।

২. অনুগ অস্বীকৃত হলে পূর্বগ অস্বীকৃত হবে।

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রে এই দুটি নিয়ম সত্য হলে দ্বিকল্প সহানুমানটি আকারগত বা রূপগতভাবে সত্য বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিকল্প সহানুমানের বস্তুগত যথার্থতা: দ্বিকল্প সহানুমানের বস্তুগত সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা একটা কঠিন ব্যাপার। কারণ প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিকল্প সহানুমানের সম্ভাবনা দুটি আপাতদৃষ্টিতে অন্য সব সম্ভাবনাগুলোকে বাতিল করে দিয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। তাই জেভন্স বলেন, "দ্বিকল্প সহানুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য হওয়ার চাইতে অসত্যই হয় বেশী। তবে দ্বিকল্প সহানুমানের আশ্রয়বাক্য, দুটি বস্তুগতভাবে সত্য হলে দ্বিকল্প সহানুমানটিও সত্য হবে বলে ধরা হয়। আর এই বস্তুগত সত্যতা আহরণের জন্য দ্বিকল্প সহানুমানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিম্নোক্ত শর্ত দুটিকে মেনে চলতে হয়। যথা-

১. প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগ দুটিকে নিজ নিজ পূর্বগের অনিবার্য ফলশ্রুতি হতে হবে; অর্থাৎ অনুগ ও পূর্বগের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বা বাস্তব সম্বন্ধ থাকলে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি বস্তুগতভাবে সত্য হবে।

২. অপ্রধা আশ্রয়বাক্যের বিকল্প দুটিকে অন্য কোন বিকল্প সম্ভাবনা রহিত হতে হবে; অর্থাৎ অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত দ্বিকল্প দুটি ছাড়া অন্য কোন বিকল্পের সম্ভাবনা যাতে না থাকতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সারসংক্ষেপ

যে মিশ্র সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি যৌগিক প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত হয় নিরপেক্ষ না হয় বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য তাকে দ্বিকল্প সহানুমান বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. দ্বিকল্প সহানুমানে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি

ক. বৈকল্পিক খ. প্রাকল্পিক গ. নিরপেক্ষ ঘ. যৌগিক প্রাকল্পিক।

২. দ্বিকল্প সহানুমান মোট কয় প্রকার?

ক. দুই খ. পাঁচ গ. চার ঘ. তিন

৩. সরল দ্বিকল্প সহানুমানে সিদ্ধান্তটা

ক. জটিল খ. নিরপেক্ষ গ. প্রাকল্পিক ঘ. বৈকল্পিক।

সংক্ষিপ্ত -উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাকল্পিক-নিরপেক্ষ সহানুমান কী? ১০.১.১

২. বৈকল্পিক-নিরপেক্ষ সহানুমান বলতে কী বোঝেন? ১০.২.১

৩. দ্বিকল্প সহানুমান বলতে কী বুঝেন? ১০.৩.১

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাকল্পিক -নিরপেক্ষ সহানুমান বলতে কী বোঝ? এর গঠন প্রণালী আলোচনা করুন। ১০.১.১, ১০.১.২, ১০.১.৩

২. প্রাকল্পিক-নিরপেক্ষ সহানুমান বলতে কী বোঝ? এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন। ১০.১.১, ১০.১.৩

৩. দ্বিকল্প সাহানুমান বলতে কী বুঝায়? সরল গঠনমূলক ও জটিল গঠনমূলক দ্বিকল্প আলোচনা করুন। ১০.৩.১, ১০.৩.৪ (ক), ১০.৩.৫ এর ক ও খ।

৪. দ্বিকল্প সহানুমান বলতে কি বুঝায়? সরল ধ্বংসাত্মক ও জটিল ধ্বংসাত্মক দ্বিকল্প আলোচনা করুন। ১০.৩.১, ১০.৩.৪ (খ), ১০.৩.৬ (১) ও (২)।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :১	১. ক	২. খ	৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন :২	১. ক	২. ক	৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন :৩	১. ঘ	২. গ	৩. খ